কালের কণ্ঠ
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

সাক্ষাৎকার

ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নতুন আইনে আনতে হবে

শামস মাহমুদ
সভাপতি, ডিসিসিআই

এম সায়েম টিপু ▷

তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যানশিয়াল গাইডলাইন না বোঝার কারণে এসএমই উদ্যোক্তারা প্রণোদনার ঋণ পেতে বাধার মুখে পড়ছেন। এমনকি কোনো রকম কথা না বলেই ব্যাংকাররা ঋণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করছেন। এই সমস্যা থেকে বের করে আনতে ঢাকার বাইরের ব্যাংকারদের ফিন্যানশিয়াল শিক্ষা দিতে হবে। এর পাশাপাশি এসএমই খাত থেকে মাঝারি উদ্যোক্তাদের বের করে দিয়ে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্রদের নিয়ে আলাদা সংজ্ঞায়ন এবং নতুন আইন করতে হবে। সম্প্রতি কালের কণ্ঠকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি শামস মাহমুদ।

তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র খাতের আলাদা সংজ্ঞায়নে সরকারকে এসএমই খাত নিয়ে নতুন করে আইন করার পরামর্শ দিয়েছি। এটা করা না গেলে প্রকৃত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্রণোদনার ঋণ পাবেন না। ফলে এসএমই খাতের টাকা বড় বড় উদ্যোক্তারা নিয়ে যাবেন। এরই মধ্যে এমনটা হয়েছেও।'

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, 'এসএমই খাতের জন্য সরকার প্রণোদনা দিলেও নীতি সহায়তার অভাবে এই প্রণোদনার ঋণ নিতে পারছেন না ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা। ফলে তাঁদের জন্য বরাদ্দের টাকা নিয়ে যাচ্ছেন তৈরি পোশাক খাতের মাঝারি উদ্যোক্তারা। অথচ প্রকৃত অর্থে এসএমই খাতের মাঝারি উদ্যোক্তা আর পোশাক খাতের মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা এক নয়।' তিনি বলেন, 'এরই মধ্যে তিন হাজার ৫০০ কোটি টাকা বিতরণ হয়ে গেছে। এটা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা পাননি। ফলে প্রণোদনার ঋণে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না।'

এই অবস্থা থেকে উত্তরণে উপায় কী জানতে চাইলে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, 'এসএমই থেকে মাঝারি উদ্যোক্তারা বড়দের সারির প্রথম ধাপে চলে যাবেন। আর ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্রকে আলাদা করে নিতে হবে।'

প্রণোদনার টাকা বিতরণে অন্যান্য সমস্যার কথা তুলে ধরে শামস আরো বলেন, 'সরকারের দেওয়া নির্ধারিত ৯ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু ব্যাংকগুলো জানায়, ৯ শতাংশের চেয়েও তাদের উপরি ব্যয় ১০ শতাংশের বেশি। ফলে ব্যাংকগুলো ৯ শতাংশ সুদে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে চায় না।'

ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নিয়েও বিভ্রান্তি আছে উল্লেখ করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, 'রাজধানীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করা হলেও ঢাকার বাইরে ব্যাংক কর্মকর্তারা সেই গাইডলাইন না বোঝার ফলে ঋণ আবেদন নিতে চান না।'

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে উল্লেখ করে শামস মাহমুদ বলেন, 'দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। এই খাতেই স্বউদ্যোগে প্রতিবছর সারা দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। তাঁদের অবদানে বদলে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি। এদিকে কভিড-১৯-এর প্রভাবেও এই খাতের সঙ্গে জড়িতরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই আমি মনে করি এ খাতের উদ্যোক্তাদের টিকে থাকার সুযোগ তৈরি করা না গেলে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান এবং টেকসই অর্থনীতি তৈরি সম্ভব হবে না।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের ইশতেহারে বলা হয়েছে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে গ্রামকে শহরে রূপান্তর করতে হবে। এটা করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।'

শামস মাহমুদ আরো বলেন, 'দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। তাদের আর্থিক উন্নয়ন করতে হবে। এতে এসএমই খাত বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। মধ্যম আয়ে বা ধনী দেশে উন্নীত করতে এর কোনো বিকল্প নেই।'

সমকাল
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০

এসএমইতে ব্যাংকের আগ্রহ কম

সমকাল : করোনা সংকট মোকাবিলায় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারিসহ সব ধরনের ব্যবসায়ীদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কী ঋণ পাচ্ছেন?

শামস মাহমুদ : ২০ হাজার কোটি টাকার তহবিলের মধ্যে এখন পর্যন্ত এসএমই খাতে ৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এসএমই ঋণে ৯ শতাংশ হারে সুদের ৪ শতাংশ গ্রাহক পরিশোধ করবেন। ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে দেবে। কিন্তু এসএমই উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে ব্যাংক কিছুটা নিরুৎসাহিতবোধ করছে পর্যাপ্ত ঝুঁকি বিবেচনায়। এসএমইতে প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ ছাড়ের পরিমাণ অপ্রতুল।

সমকাল : এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের এক জরিপে একই রকম তথ্য এসেছে। আসলে বাধা কোথায়?

শামস মাহমুদ : বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও নীতি সহায়তা এবং অনেক সুবিধা দেওয়ার পরেও পর্যাপ্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে না। এসএমই মানে সাধারণত ছোট ব্যবসায়ীদের বোঝানো হয়। সংজ্ঞায় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকায় আমাদের দেশে ১ হাজার কর্মী পর্যন্ত শিল্পকারখানাকে এসএমই হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা সংশোধন করা প্রয়োজন। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিশেষত জেলা শহর ও গ্রামীণ পর্যায়ে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকাংশে ঋণসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জেলা পর্যায়ে ব্যাংক শাখার মাধ্যমে বিতরণ বাড়ানোর জন্য ঋণের শর্ত কিছুটা সহজ করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে ব্যবস্থাপনা খরচ বেশি। অন্যদিকে বড় ঋণে খরচ কম। এ কারণে, ব্যাংক বড় উদ্যোক্তাদের ঋণ দিচ্ছে ও এসএমই খাতে ঋণ দিতে অনাগ্রহ দেখাচ্ছে। অথচ ব্যাংকগুলোর পরিচালন ব্যয় বাংলাদেশ ব্যাংক কমানোর নির্দেশনা দিলেও ব্যাংক তা কমায়নি। অপ্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যয় যৌক্তিকভাবে কমানোর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন, যা ঋণ ব্যবস্থাপনা খরচ কমাবে।

সমকাল : আপনাদের চেম্বারে বড় ব্যবসায়ীরা রয়েছেন। তারা কেমন ঋণসুবিধা পেয়েছেন?

শামস মাহমুদ : বড় শিল্পে চলতি মূলধনের ৩০ শতাংশ ঋণ পাচ্ছে। অনেকে ঋণের টাকা দিয়ে বেতন পরিশোধ করে আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আবার রপ্তানি পণ্যের ক্রেতারা পণ্য কেনার অনেক অর্ডার বাতিল করেছে। ক্রেতারা দামও কমিয়েছে। এ অবস্থায় ৩০ শতাংশ ঋণের টাকা দিয়ে শিল্পকারখানা অনেকে চালু রাখতে পারছেন না। সম্প্রতি ঋণসীমা আরও বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ঢাকা চেম্বার।

সমকাল : করোনার কারণে এসএমই খাতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে? ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আপনার পরামর্শ কী?

শামস মাহমুদ : দেশের ৯০ শতাংশ এসএমই করোনার কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষুদ্র ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা মূলধন সংকটে ভুগছেন। ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত ঋণ পাচ্ছেন না। কেউ কেউ ব্যাংকের বাইরে উচ্চ সুদে ঋণ নিচ্ছেন। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায় টিকে থাকতে ঝুঁকি তৈরি হবে। অনেক ছোট প্রতিষ্ঠানে কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। এ বিবেচনায় অতিক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত। ঋণ বিতরণে এসএমই ফাউন্ডেশন ও পিকেএসএফকে সরাসরি দায়িত্ব দিতে পারে সরকার। এছাড়া নারী উদ্যোক্তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের জন্য সহজ শর্তে আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া প্রয়োজন। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংকের মনোভাব পরিবর্তন করা উচিত।

সমকাল : ঈদুল আজহার পরে অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান খুলেছে। এখন তাদের কী অবস্থা?

শামস মাহমুদ : ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে খুলছে এবং খোলার পরে পুরোপুরি সচল হয়নি। এ অবস্থায় এসএমই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। সরকার অনেক সুবিধা দিলেও কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। বিডা ও বেজা অনেক নীতিমালা পরিবর্তন করেছে। সরকারের এই দুই সংস্থা সেবা বাড়ালেও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথাযথ সেবা দিচ্ছে না।

সমকাল : করোনা মোকাবিলায় সরকারের কাছে ঢাকা চেম্বার থেকে কী কী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে? এর বাস্তবায়ন কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন?

শামস মাহমুদ : করোনা প্রার্দুভাবের প্রথম থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে এর বিরূপ প্রভাব কমাতে ঢাকা চেম্বার তৎপর ছিল। শিল্প সুরক্ষায় ২ শতাংশ সুদে ঋণসুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমরা। প্রণোদনা ঋণে এসএমই খাত অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সরকার বাস্তবায়ন করেছে। ইউটিলিটি সেবার বিল পরিশোধের সময় ৩ মাস থেকে বাড়িয়ে ৬ মাস বাড়ানোর প্রস্তাব দেয় ঢাকা চেম্বার। এছাড়া ঢাকা চেম্বার ব্যক্তি ও ব্যবসায় আয়কর হার কমানোর প্রস্তাব এবং ক্রেডিট স্কিম দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, যা গৃহীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে করোনা মোকাবিলায় ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবের ৬০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। ঢাকা চেম্বার এসএমই খাতে অর্থ সরবরাহ বাড়াতে সহজতর জামানতের শর্তে বিদ্যমান পুনঃঅর্থায়ন (এসএমই রিফিন্যান্সিং) তহবিলকে পূর্ব-অর্থায়ন (এসএমই প্রিফিন্যান্সিং) তহবিলে রূপান্তর করা ও ম্যানফাকচারিং শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম কর বিলোপ করার প্রস্তাব দিয়েছিল।

সমকাল : বর্তমান সংকট দীর্ঘমেয়াদি হলে সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?

শামস মাহমুদ : বর্তমান দুর্যোগ মোকাবিলায় লকডাউন প্রটোকল (কৌশলপত্র) উন্নয়ন করতে হবে। আগামী মাসে ঢাকা চেম্বার থেকে সরকারের কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব যাবে। এখনও বেশ স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। আগামী শীতের সময়ে করোনা সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ জন্য এখনই পরিকল্পনা করা উচিত। করোনা সংক্রমণ বাড়লে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং ব্যাপক হারে সংক্রমণ বাড়তে থাকলে আলাদা আলাদা খাত ভিন্নভাবে পরিচালনার সক্ষমতা তৈরি করা উচিত। পালাক্রমে সমন্বয় করে কত শতাংশ কর্মী একসঙ্গে অফিস করবে– এ বিষয়ে আগে থেকেই নির্দেশনা থাকা উচিত।

শামস মাহমুদ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি শামস মাহমুদ। করোনাকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সংকট ও উত্তরণে প্রণোদনার ঋণসহ নানা পরিকল্পনা নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মিরাজ শামস**